বিষয়: পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)'র পরিচালনা বোর্ডের ১৯তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান,মাননীয় উপদেষ্টা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
সময়	:	বিকাল ৩:০০ ঘটিকা
স্থান	:	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা'র সভাকক্ষ

সভার উপস্থিতি: পরিশিষ্ট-'ক' দ্রষ্টব্য

সভার শুরুতে সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, মাননীয় উপদেষ্টা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও সভাপতি, ওয়ারপো পরিচালনা বোর্ড বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে জুলাই-আগষ্ট বিপ্লবে তারুণ্য এবং ছাত্র জনতার অংশগ্রহণ এবং আত্মত্যাগকারী সকল শহীদ এবং আহত বীর যোদ্ধাদের স্মরণ করে একটি বৈষম্যহীন আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর টেকসই সুষম পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার প্রত্যয় নির্ভর সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতি পরিচালনা বোর্ডের সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান এবং পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সদস্য (সিনিয়র সচিব) সহ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)'র পরিচালনা বোর্ডের সকল সম্মানিত সদস্যকে সভায় স্বাগত জানিয়ে সবাইকে নিজ নিজ পরিচয় দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

পরিচয় পর্ব শেষে সভাপতি মহোদয় পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহাপরিচালক, ওয়ারপো জনাব মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান-কে সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিস্তারিত উপস্থাপনা করতে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহাপরিচালক ওয়ারপো'র প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত তথ্য, পরিচালনা বোর্ডের গঠন , ভিশন, মিশন, কার্যাবলী সম্পর্কে পরিচালনা বোর্ড-কে অবহিতপূর্বক ১৯তম সভার কার্যপত্রের আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিস্তারিত উপস্থাপনা প্রদান করেন।

আলোচ্যসূচী-১: পরিচালনা বোর্ডের ১৮তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ

বিগত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ওয়ারপো'র পরিচালনা বোর্ডের ১৮তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের জন্য উপস্থাপন করা হয়। কার্যবিবরণীতে কোনরূপ সংশোধন বা সংযোজন বা বিয়োজন না থাকায় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ১৮তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হয়।

আলোচ্যসূচী-২: পরিচালনা বোর্ডের ১৮তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি

পরিচালনা বোর্ডের ১৮তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভাকে অবহিত করেন। বিগত সভার (২.১) ক্রমিকের সিদ্ধান্ত অনুসারে "সমগ্র দেশে উপজেলাভিত্তিক বিদ্যমান ও বরাদ্দপ্রাপ্ত গভীর নলকূপের তালিকা" জানুয়ারী ২০২৫ পর্যন্ত উপজেলা জনস্বাস্থ্য কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), বিএডিসি, বিএমডিএ, সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, এবং পৌরসভা পর্যায়ে সংগ্রহ করা হয়েছে। একটি চলমান প্রক্রিয়া বিধায় ফলোআপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পর্যায়ে সভাপতি ও সকল সদস্য বর্ণিত কাজে সন্তোষ প্রকাশপূর্বক প্রাপ্ত নলকূপের তথ্যসমূহ জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য ভান্ডারে (NWRD) সংরক্ষণ, নিয়মিত হালনাগাদ করা এবং ওয়ারপো কর্তৃক ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তি (NOC) প্রদানে উক্ত তথ্যাদি ব্যবহারের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। **এ ছাড়াও সকল প্রতিষ্ঠানকে পানি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুযায়ী পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদনের পূর্বে ওয়ারপো'র ছাড়পত্র/অনাপত্তি পত্র গ্রহণ করবে মর্মে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।**

বিগত সভার (২.২) ক্রমিকের সিদ্ধান্ত অনুসারে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক ওয়ারপো কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং ওয়ারপো'র কারিগরী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তিপত্র গ্রহণের চূড়ান্ত ফি বা সেবামূল্যের তালিকা উপস্থাপনপূর্বক পরিচালনা বোর্ডের সম্মানিত সদস্যদেরকে অবহিত করেন যে সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী/অংশীজনদের সাথে আলোচনাক্রমে প্রস্তাবিত ফি বা সেবামূল্য নির্ধারণের প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় সহ পরিচালনা বোর্ডের সকল সদস্য এ পর্যায়ে প্রস্তাবিত ফি বা সেবামূল্য নির্ধারণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা শেষে পরিচালনা বোর্ডের সকল সদস্য বর্ণিত প্রস্তাবে একমত

পোষণ করেন। পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত ছাড়পত্র এবং অনাপত্তিপত্র গ্রহণের চূড়ান্ত ফি বা সেবামূল্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে মর্মে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

এ ছাড়াও বিগত সভার অন্যান্য সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য ওয়ারপো-কে ধন্যবাদ জানিয়ে যে সকল সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে ফলোআপ কার্যক্রম প্রয়োজন সেক্ষেত্রে ফলোআপ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে মর্মে সভা নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিস্তারিত আলোচনান্তে বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১	সমগ্র দেশে ইউনিয়ন ও উপজেলা ভিত্তিক বিদ্যমান এবং বরাদ্দপ্রাপ্ত গভীর নলকূপের তালিকা (সরকারি: উপজেলা জনস্বাস্থ্য কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), বিএডিসি, বিএমডিএ, সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, পৌরসভা ও বেসরকারি: এনজিও পর্যায়ে) সংগ্রহের জন্য ফলোআপ কার্যক্রম চলমান থাকবে। প্রাপ্ত নলকূপের তথ্য সমুহ পানি সম্পদ তথ্য ভান্ডারে (NWRD) সংরক্ষণ, হালনাগাদ এবং ওয়ারপো কর্তৃক ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনে অনাপত্তি (NOC) প্রদানে উক্ত তথ্যাদি ব্যবহার করতে হবে।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো
২.২	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক ওয়ারপো কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং ওয়ারপো'র কারিগরী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তিপত্র গ্রহণের ফি বাবদ সেবামূল্য অনুমোদনের সুপারিশ করা হল। প্রস্তাবিত ফি বা সেবামূল্য চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করতে হবে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
২.৩	ওয়ারপো'র বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নসহ বিদ্যমান আইন ও বিধিমালাসমূহ সংশোধনের নিমিত্ত একজন আইন পরামর্শক নিয়োগের গৃহীত উদ্যোগের ফলো আপ কার্যক্রম চলমান থাকবে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
২.৪	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩-কে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এ তফসিলভুক্ত করার জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হবে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
২.৫	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থায় (ওয়ারপো) স্থাপিত National Water Resources Database থেকে অনলাইন ডাটা ডিসিমিনেশন টুলস এর মাধ্যমে ডাটা সরবরাহের অনলাইন পদ্ধতি অনুসরণ ও ডাটা সরবরাহ করতে হবে।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো

আলোচ্যসূচী-৩: শিল্পখাতে পানি ব্যবস্থাপনা নীতি (খসড়া) উপস্থাপনা

বিগত সভার সিদ্ধান্ত "ওয়ারপো কর্তৃক সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থা এবং বৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনকারীদের নিকট থেকে পানির রাজস্ব বা রয়্যালটি আদায়ের লক্ষ্যে "Industrial and Commercial Water Pricing Policy" শীর্ষক নীতিমালাটি আরও সময় নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের সুবিধাভোগী/ অংশীজনদের সাথে আলোচনা-ক্রমে খসড়াটি অধিকতর উন্নত করতে হবে" এর আলোকে মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনকারীদের নিকট থেকে পানির রাজস্ব বা রয়্যালটি আদায়ের লক্ষ্যে "Industrial and Commercial Water Pricing Policy" প্রণয়নের পূর্বে শিল্পখাতে পানি ব্যবহার নীতিমালা চূড়ান্ত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ওয়ারপো কাজ করে যাচ্ছে। সম্মানিত সদস্যদের সদয় অবগতির জন্য মহাপরিচালক শিল্পখাতে পানি ব্যবস্থাপনা নীতি'র লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং খসড়া নীতিতে প্রস্তাবিত কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণসহ শিল্পখাতে পানি ব্যবস্থাপনা নীতি (খসড়া) এর উপর বিস্তারিত পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এ নীতিমালা শিল্পখাতে পানির পরিমিত বন্টন, আহরণ, নিয়ন্ত্রণ, পানির উৎস সংরক্ষণ, পানির সংযোজক ব্যবহার, পানি ধারক স্তরের সুরক্ষা, পানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি, পানির প্রাপ্যতার ভিত্তিতে শিল্পাঞ্চল চিহ্নিতকরণ,

টেকসই শিল্পায়ন এবং নিয়মিত পরিবীক্ষণের মাধ্যমে সুরক্ষিত পানি সমৃদ্ধ শিল্পের প্রবৃদ্ধি সাধন, পরিবেশবান্ধব, টেকসই আধুনিক শিল্পায়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা শেষে সকল সদস্যগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভাপতি মহোদয় সহ সম্মানিত সকল সদস্যবৃন্দ টেকসই আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর, পরিবেশ বান্ধব ও পানি সাশ্রয়ী শিল্পায়ন, সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণের মাধ্যমে শিল্পখাতে পানির ব্যবহার সর্বোত্তমকরণ এবং শিল্প বর্জ্য নির্গমন হ্রাসপূর্বক দেশের সকল ব্যবহারকারীর জন্য দীর্ঘমেয়াদী পানির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রস্তাবিত শিল্পখাতে পানি ব্যবস্থাপনা নীতি (খসড়া) প্রণয়নে ওয়ারপোর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। সভাপতি মহোদয় এ নীতিতে Rain Water Harvesting, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, প্রযুক্তিভিত্তিক পরিবীক্ষণ এবং পানির মূল্য নির্ধারণের বিষয়সহ প্রাপ্ত মতামত অন্তর্ভুক্তিপূর্বক দ্রুত চূড়ান্তকরণে মত প্রদান করেন। শিল্পখাতে পানি ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়নের পাশাপাশি "Industrial and Commercial Water Pricing Policy" শীর্ষক নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	ওয়ারপো কর্তৃক শিল্পখাতে পানি ব্যবস্থাপনা নীতি (খসড়া) এর উপর প্রাপ্ত সকল মতামত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংযোজনপূর্বক হালনাগাদকৃত নীতি আগামী ১৫ মার্চ, ২০২৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

আলোচ্যসূচী-৪: বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়ন পর্যালোচনা

এ বিষয়ে মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভাকে জানান যে, পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, আহরণ, বিতরণ, ব্যবহার, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৪ নং আইন) বিগত ২ মে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং তা সমগ্র দেশে ৩০ জুন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে বলবৎ করা হয়েছে। আইনটির কার্যকর প্রয়োগে বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বিগত ১৬ আগষ্ট ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। এই বিধিমালা অধিকতর স্পষ্টকরণের নিমিত্ত জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন ২০২০, উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০২০ এবং ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়।

ক) **গণসচেতনতা ও অংশীজন কর্মশালা:** মহাপরিচালক, ওয়ারপো এবং সদস্য-সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, বর্ণিত আইন এবং বিধিমালা সারাদেশে প্রচার-প্রচারণা, গণসচেতনতা সৃষ্টি ও অংশীজনদের অবহিতকরণ তথা তাদের সাথে মতবিনিময়ের লক্ষ্যে বিগত ২০১৮ সাল থেকে অদ্যাবধি ওয়ারপো কর্তৃক বিভাগীয় পর্যায়ে ১টি, জেলা পর্যায়ে ৫৮টি, উপজেলা পর্যায়ে ৩৩টি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ১টি কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়েছে।

এছাড়া, দেশের সকল উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মশালাগুলো আয়োজন করা হলে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়ন অধিকতর ফলপ্রসূ হবে। পরিচালনা বোর্ডের সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন, দেশব্যাপী বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য এ সকল কর্মশালার গুরুত্ব অপরিসীম। উপজেলা বা ইউনিয়ন পর্যায়েও বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়ন ও গণসচেতনতার বিষয় প্রতিটি নাগরিকের জানা দরকার বিধায় বর্ণিত কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখার পক্ষে বোর্ডের সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

খ) **পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ছাড়পত্র প্রদান**

এ বিষয়ে মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৬ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-১৯ অনুযায়ী পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ওয়ারপো থেকে ছাড়পত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন কার্যক্রমের সাথে ১৩টি মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রায় ৩৩টি সংস্থা জড়িত। বর্তমানে কেবলমাত্র পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ ওয়ারপো থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করে আসছে। অন্যান্য সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ওয়ারপো থেকে ছাড়পত্র গ্রহণের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।

পরিচালনা বোর্ডের সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান এবং পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সদস্য (সিনিয়র সচিব) এ মর্মে উল্লেখ করেন, যেহেতু পরিবেশ এবং পানি একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তাই ওয়ারপো এবং পরিবেশ অধিদপ্তর সমন্বিতভাবে কাজ করা প্রয়োজন। পরিবেশ অধিদপ্তর এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা উভয়ে উভয়ের ছাড়পত্র দেয়ার সময় অপর পক্ষের ছাড়পত্র আছে কিনা এবং না থাকলে তা গ্রহণ করার শর্তে ছাড়পত্র প্রদান করতে পারে। এছাড়াও ওয়ারপো কর্তৃক প্রদত্ত সকল ছাড়পত্র এবং অনাপত্তি পত্রের তালিকা ওয়ারপো'র ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ করতে হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪(ক)	অবশিষ্ট বিভাগ ও জেলাগুলোতে কর্মশালা আয়োজন ত্বরান্বিত করা এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মশালাসমূহ একত্রে আয়োজন করতে হবে।	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৪(খ)	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এ বর্ণিত পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে ওয়ারপো থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। প্রদত্ত সকল ছাড়পত্র এবং অনাপত্তি পত্রের তালিকা ওয়ারপো'র ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে।	জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

আলোচ্যসূচি-৫: ওয়ারপো কর্তৃক সম্প্রতি সমাপ্ত "সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ কার্যকরকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের ফলাফল অবহিতকরণ।

মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভাকে অবহিত করেন যে, ওয়ারপো কর্তৃক বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় "সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ কার্যকরকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ মেয়াদকালে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্প এলাকার ইউনিয়ন পর্যন্ত ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদের প্রাপ্যতা এবং পানিধারক স্তরের নিরাপদ আহরণ সীমা নিরুপণসহ পানি সংকটাপন্ন এলাকা নির্ধারণ করা। এই উদ্দেশ্যে প্রকল্প এলাকায় ২০০-৩০০ মিটার গভীরতায় ৫০টি পর্যবেক্ষণ কূপ স্থাপনসহ প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান ১২৭টি অগভীর নলকূপ হতে প্রতিনিয়ত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে বর্ণিত ৫০টি পর্যবেক্ষণ নলকূপ IoT নির্ভর Sensor স্থাপন পূর্বক অটোমেটেড করা হয়েছে যেখান থেকে প্রতিনিয়ত ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তরের Real Time তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এতদসংক্রান্ত Real Time ড্যাশবোর্ড ব্যবহারের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানি স্তরের তাৎক্ষনিক তথ্য সংগ্রহের আধুনিক পদ্ধতি সভাকে অবহিত করা হলে সভার সকল সদস্য ওয়ারপো কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা প্রকাশ করেন। এ ধরনের অটোমেশন তথা আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য ওয়ারপোকে অনুরোধ করেন।

পাইলট প্রকল্পের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, রাজশাহী জেলার তানোর, গোদাগাড়ী, মোহনপুর ও পবা উপজেলার কিছু ইউনিয়ন পানি সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল, গোমস্তাপুর উপজেলার কিছু ইউনিয়ন এবং নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর, পোরশা, সাপাহার ও পত্নীতলা উপজেলার কিছু ইউনিয়নকেও পানি সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পভুক্ত ৩টি জেলার ২১৫টি ইউনিয়নের মধ্যে প্রায় ৪০.৪৭% ইউনিয়ন অতি উচ্চ ও উচ্চ পানি সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পরিচালনা বোর্ডের সভাপতি, মাননীয় উপদেষ্টা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় উল্লেখ করেন যে, ওয়ারপো কর্তৃক উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী, চাপাই নবাবগঞ্জ ও নওগাঁ এই তিনটি জেলার ভূগর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা নিয়ে যে পাইলট প্রকল্পটি পরিচালিত হয়, তাতে দেখা যায় যে, উক্ত জেলাসমূহে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর আশঙ্কাজনক হ্রাস পাচ্ছে। কোন কোন উপজেলা যেমন তানোর, নাচোল ইত্যাদি উপজেলার ভূগর্ভস্থ পানি স্তরের অবস্থা ক্রনশঃ নিম্নমুখী। যত্র-তত্র টিউবওয়েল স্থাপন না করা এবং ভূপরিস্থ পানি অধিক হারে ব্যবহারের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলে মিলে এক যোগে কাজ করলে ভূগর্ভস্থ পানি স্তর রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৫.১	সমাপ্ত "সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ কার্যকরকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটির ফলাফল এবং সুপারিশসমূহ অনুসরণে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য প্রকল্পের ফলাফল ও সুপারিশের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ সহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান

আলোচ্যসূচি-৬: ওয়ারপো'র চলমান প্রকল্প, গবেষণা কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন

৬.১ ওয়ারপো কর্তৃক চলমান প্রকল্পঃ

মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে , পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর কার্যকর প্রয়োগে বাংলাদেশের উত্তর-কেন্দ্রীয় হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলের ১০টি (ঢাকা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর) জেলায় পানি সম্পদের প্রাপ্যতা এবং ভূগর্ভস্থ পানি ধারক স্তরের নিরাপদ আহরণ সীমা নিরুপণ" শীর্ষক কারিগরী প্রকল্পটি সরকার কর্তৃক বিগত ১৪ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদন লাভ করে।

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের উত্তর-কেন্দ্রীয় হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলের ১০টি জেলায় বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ও বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কার্যকর প্রয়োগের লক্ষ্যে ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানি সম্পদের প্রাপ্যতা, গুণগত মান এবং ভূগর্ভস্থ পানিধারক স্তরের নিরাপদ আহরণ সীমা নিরুপণ করা। বর্তমানে প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ে পিআরএ কার্যক্রম চলমান রয়েছে- আধুনিক গবেষণা ল্যাব স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এপ্রিল-২০২৫ নাগাদ আধুনিক গবেষণা ল্যাব স্থাপন সম্পন্ন হবে। হাইড্রোলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন ও মডেলিং কম্পোনেন্ট এর পরামর্শক নিয়োগ, নলকূপ স্থাপন, স্থাপিত নলকূপের অটোমেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত কম্পোনেন্টটির কার্যক্রম জুন, ২০২৬ এ সমাপ্ত হবে।

এ পর্যায়ে সভাপতি আলোচনায় অংশ নিয়ে চলমান প্রকল্পটি যথাসময়ে প্রয়োজনীয় অটোমেশনসহ মানসম্পন্নভাবে সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রকল্পের নির্ধারিত ১০টি জেলার মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার প্রকল্প নির্ধারিত কার্যক্রম প্রথম দিকে দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৬.১	চলমান "বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর কার্যকর প্রয়োগে বাংলাদেশের উত্তর-কেন্দ্রীয় হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলের ১০টি জেলায় পানি সম্পদের প্রাপ্যতা এবং ভূগর্ভস্থ পানি ধারকস্তরের নিরাপদ আহরণ সীমা নিরুপণ" শীর্ষক প্রকল্পটি প্রয়োজনীয় অটোমেশন সহ মানসম্পন্নভাবে যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রকল্পের নির্ধারিত ১০টি জেলার মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রথমে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার প্রকল্প নির্ধারিত কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

৬.২ চলমান গবেষণা প্রকল্পসমূহঃ

৬.২.১ Leveraging Technologies for Enhanced Groundwater Data Imputation and Forecasting in the North Western Region

মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভাকে অবহিত করেন যে ওয়ারপো কর্তৃক চলমান এই গবেষণা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানি স্তরের প্রাইমারি (অটোমেটেড ডাটা লগার স্থাপন) ও সেকেন্ডারি ডাটা সংগ্রহ করে LSTM মডেল ব্যবহার করে মিসিং ডাটা ও ত্রুটিপূর্ণ ডাটা চিহ্নিতপূর্বক উক্ত মিসিং ও ত্রুটিপূর্ণ ডাটা তৈরি করে একটি সম্পূর্ন ডাটাসেট তৈরী করা এবং Groundwater Forecasting টুলসহ একটি ড্যাসবোর্ড প্রস্তুত করা। এ গবেষণার মাধ্যমে উত্তর-পশ্চিম হাইড্রোলজিক্যাল

অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানি স্তরের ডাটা সংগ্রহ ;৫০টি নলকূপে অটোমেটেড ডাটা লগার স্থাপন ; স্ট্যান্ডার্ড প্রটোকল অনুসরন করে নির্বাচিত সাইটগুলো থেকে ভূগর্ভস্থ পানি স্তরের ডাটা সংগ্রহ ;সংগৃহীত ডাটার মধ্যে মিসিং ডাটা, ত্রুটিপূর্ণ ডাটা চিহ্নিত করা জন্য ডাটা প্রি-প্রসেসিং , মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রি-প্রসেসিং ডাটা থেকে মিসিং ডাটা ও ত্রুটিপূর্ণ ডাটা চিহ্নিত করন, ভূগর্ভস্থ পানি স্তরের জন্য Groundwater Forecasting মডেল প্রস্তুত এবংএকটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি Forecasting ড্যাস বোর্ড প্রস্তুত করা হবে।

৬.২.২ Establishment of Water Quality Index (WQI) for Dhaka-based rivers

এ গবেষণার মাধ্যমে পাইলটভিত্তিতে ঢাকার পার্শ্ববর্তী ৪টি নদীর (বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু এবং শীতলক্ষ্যা) পানির গুণগতমান যাচাই কার্যক্রম এবং পানির গুণগতমান যাচাই করার নির্ণায়ক হিসেবে Water Quality Index (WQI) পদ্ধতি নিরূপন করা হচ্ছে। উক্ত নদীসমূহের পানির গুণগতমান অবনমনের জন্য পানিতে উপস্থিত প্রধান উপাদানগুলো Principal Component Analysis (PCA) এর মাধ্যমে চিহ্নিত করা হবে। বর্ণিত Water Quality Index (WQI) নির্ণয় করার জন্য একটি কার্যকর ও উপযুক্ত পদ্ধতি নিরূপন করার লক্ষ্যে এ গবেষণা চলমান আছে।

এ গবেষণার আলোকে ভবিষ্যতে দেশের নদীগুলোর দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পুনর্বাসন ও কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হবে। ফলে পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এবং WQI নির্ণয়ের উপযুক্ত পদ্ধতি নিরুপণ করা হবে। নদী দূষণ নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা সৃস্টি হবে এবং সাধারন জনগণের অংশগ্রহণে কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যাবে মর্মে সদস্য-সচিব উল্লেখ করেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে পরিচালনা বোর্ডের সকল সদস্য ওয়ারপো'র প্রযুক্তি নির্ভর চলমান গবেষণা কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং আধুনিক ও যুগোপযোগী গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করার পক্ষে মতামত প্রদানের পাশাপাশি গবেষণায় বরাদ্দ বাড়াতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৬.২.১	Leveraging Technologies for Enhanced Groundwater Data Imputation and Forecasting in the North Western Region শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম নিখুঁত এবং নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রাপ্ত ফলাফল সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে প্রচার করতে হবে।	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৬.২.২	Establishment of Water Quality Index (WQI) for Dhaka-based rivers শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রাপ্ত ফলাফল সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে প্রচার করতে হবে।	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

৬.৩ ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য গবেষণা পরিকল্পনা এবং প্রকল্পসমূহঃ

সদস্য-সচিব ও মহাপরিচালক সভাকে ওয়ারপো কর্তৃক সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ গবেষণা পরিকল্পনা এবং প্রকল্পসমূহ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। সভায় সকল সদস্য ওয়ারপো'র দুরদর্শি সম্ভাব্য গবেষণা পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ চিহ্নিতকরণের জন্য ভূয়শী প্রশংসা করেন। ভবিষ্যতে আরো যুগোপযোগী আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর গবেষণা এবং প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

৬.৪ ওয়ারপোর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

বাংলাদেশের পানি সম্পদের সমন্বিত, দক্ষ ও প্রযুক্তি কেন্দ্রিক টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানিখাতে সুশাসন নিশ্চিত করা এবং পানি সম্পদের উন্নয়নকল্পে পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিতপূর্বক ওয়ারপো'কে "CENTER OF EXCELLENCE" হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে ওয়ারপো রিয়েল-টাইম নদী দূষণ এবং অবৈধ দখল মনিটরিং; ওয়াটার ইনোভেশন হাব; ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম (ডিএসএস); ম্যানেজড অ্যাকুইফার রিচার্জ (MAR); শিল্প/বাণিজ্য খাতে পানি মূল্য/ রয়্যালটি নির্ধারণ; ওয়াটার গভর্ন্যান্স সেন্টার (WGC) স্থাপনের মত ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে মর্মে সদস্য-সচিব ও মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভাকে অবহিত করেন। সভাপতিসহ সভায় উপস্থিত সকল সদস্য ওয়ারপো'র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

আলোচ্যসূচী-৭: পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)-কে পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর-এ রূপান্তরের বিষয়ে আলোচনা ও সুপারিশ

মহাপরিচালক, ওয়ারপো এবং সদস্য-সচিব সভাকে জানান যে, পানি সম্পদের উন্নয়ন ও উহার সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ১২ নং আইন) এর মাধ্যমে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) প্রতিষ্ঠিত হয়। পানি সম্পদ খাতে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও পর্যায়ক্রমিক হালনাগাদকরণ, জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার রক্ষণাবেক্ষণ, ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে ভূমিকা পালন এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নে সমন্বয়ক হিসাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশের টেকসই ও সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা ওয়ারপোর অন্যতম কাজ।

পানিখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার বিভিন্ন সময়ে প্রণীত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, নির্দেশিকা, পরিকল্পনা প্রভৃতি গাইডিং ডকুমেন্টসের আলোকে ওয়ারপো'র উপর জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হলেও ওয়ারপো একটি সরকারি অধিদপ্তর না হয়ে বিধিবদ্ধ সংস্থা হওয়ায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিকট উপযুক্ত গ্রহণযোগ্যতা না থাকার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হচ্ছে না। ওয়ারপো'র মহাপরিচালক পদের বেতন গ্রেড-১ না হওয়াও বর্ণিত কাজের বাস্তবায়নে অন্যতম অন্তরায়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের আর্থসামাজিক নিরাপত্তা বিধানসহ তৃণমূল পর্যায়ে অধিকতর কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম চলমান আছে। পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা সরকারি অধিদপ্তর না হওয়ায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাসমূহ থেকে ওয়ারপো'র কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বঞ্চিত হচ্ছে।

সরকারি অধিদপ্তর না হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে অর্থ প্রাপ্তিতে বিভিন্ন জটিলতা দেখা দেয়। বিশেষ করে বৈদেশিক ঋণ প্রাপ্তির জন্য Subsidiary Loan Agreement (SLA) এর মত জটিলতা সৃষ্টি হয়, যাহা অধিদপ্তর হলে নিরসন করা সম্ভব হবে।

ওয়ারপো একটি multi-disciplinary সংস্থা যেখানে প্রকৌশলী, কৃষি, অর্থনীতি, ভূ-তত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান, মৎস্য, বন, একাউন্টিং, ম্যানেজমেন্টসহ আনুষঙ্গিক বিষয়ভিত্তিক স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ ও অভিজ্ঞ পেশাজীবিগণ কর্মরত আছেন। প্রতিষ্ঠানটিতে অবসর পরবর্তীকালীন পেনশনসহ সরকারি অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা না থাকা এবং সীমিত পদোন্নতি ইত্যাদি কারণে অদ্যাবধি আন্ত:সংস্থা সংহতি গড়ে উঠেনি।

ওয়ারপো একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হওয়ায় বেতন-ভাতাদি, সংস্থাপন এবং পরিচালন ব্যয় সরকারি রাজস্ব হতে নির্বাহ হয়। ওয়ারপো-কে অধিদপ্তরে রূপান্তর করা হলে সরকারের কোন অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হবে না বরং এটি একটি সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করবে, যা অর্থ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা এবং দক্ষতা আনয়নে সহায়তা এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩, বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে সহায়ক হবে মর্মে সদস্য-সচিব মত প্রকাশ করেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে সভাপতি মহোদয় সহ পরিচালনা বোর্ডের সকল সদস্য উল্লিখিত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিতের লক্ষ্যে এবং সরকারের অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার সাথে সুসমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী, স্থায়ী এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওয়ারপো'কে অধিদপ্তরে রূপান্তর করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়াও ওয়ারপো একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হওয়ায় বেতন-ভাতাদি, সংস্থাপন এবং পরিচালন ব্যয় সরকারি রাজস্ব হতে নির্বাহ হয় বিধায় ওয়ারপো-কে অধিদপ্তরে রূপান্তর করা হলে সরকারের কোন অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হবে না, বরং এটি একটি সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করবে, যা অর্থ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা এবং দক্ষতা আনয়নে সহায়তা করবে মর্মে সবাই একমত প্রকাশ করেন।

এমতাবস্থায়, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা -কে "পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর" -এ রূপান্তরে নীতিগত সম্মতি এবং সুপারিশ করা হল।

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৭.১	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা -কে "পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর" -এ রূপান্তরের নীতিগত সম্মতি প্রদান এবং সুপারিশ করা হল।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও মহাপরিচালক, ওয়ারপো

আলোচ্যসূচী-৮: বিবিধ

ওয়ারপো'র সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভাগীয় শহরে অবকাঠামো স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূমি বরাদ্দের সুপারিশ, ওয়ারপো'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৭টি জেলা কার্যালয়ে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর পরীক্ষাগার কাম অফিস ভবন নির্মাণ।

পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব, মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভাকে জানান যে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা ইতোমধ্যে ৭টি বিভাগীয় জেলা সদরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বরাদ্দকৃত ভবনে কার্যালয় স্থাপন করে অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অপরদিকে ওয়ারপো'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৭টি জেলা কার্যালয়ে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর পরীক্ষাগার কাম অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ৬ তলা ফাউন্ডেশন সহ ৪ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মানের খসড়া ডিজাইন এবং ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ সমস্ত পরীক্ষাগার কাম অফিস ভবন নির্মাণের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাক্রমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন জায়গা হতে অদ্যাবধি ৭টি জেলা কার্যালয় (ময়মনসিংহ, রংপুর, খুলনা, বরিশাল সিলেট, চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী) থেকে ওয়ারপোর অনুকূলে ভূমি বরাদ্দের সম্মতি পত্র পাওয়া গেছে। এমতাবস্থায়, বরাদ্দের সম্মতি প্রাপ্ত ভূমিসমূহ ওয়ারপোর অনুকূলে আইনানুগ হস্তান্তর এবং আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর পানি পরীক্ষাগার কাম অফিস ভবন নির্মাণের সদয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বর্ণিত বিষয়ে পরিচালনা বোর্ডের সকল সদস্য একমত পোষণ করেন এবং বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৮.১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ওয়ারপো'র অনুকূলে বরাদ্দের সম্মতি প্রাপ্ত ভূমিসমূহ আইনানুগ হস্তান্তরকরণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রাপ্ত ভূমিসমূহের সীমানা নির্ধারণ করে "আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর পানি পরীক্ষাগার কাম ওয়ারপো অফিস" নির্মাণের জন্য নতুনভাবে ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাপাউবো এবং ওয়ারপো

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান) ৭/১০/২০১৫
উপদেষ্টা
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন
মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি, ওয়ারপো পরিচালনা বোর্ড

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা'র (ওয়ারপো) পরিচালনা বোর্ডের ১৯তম সভা

সভাপতি : সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, মাননীয় উপদেষ্টা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ১২-০২-২০২৫ খ্রিঃ
সময় : বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা
স্থান : ওয়ারপো'র সভা কক্ষ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	দপ্তর	টেলিফোন নম্বর	স্বাক্ষর
১.	মোঃ এহছানুল হক সিনিয়র সচিব	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	০১৭৭০৪৭০[illegible]	
২.	ড. মোঃ মতিউল্যা ভুইয়া সদস্য (সিনিয়র সচিব) বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন	01711528422	১২.০২.২৫
৩.	ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ		01819835499	
৪.	নাজমুল আহসান সচিব	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	01712922985	১২/২/২৫
৫.	মো: নিজাম উদ্দিন সচিব	স্থানীয় সরকার বিভাগ	01704108947	12.02.2025
৬.	মোহাম্মদ [illegible] চেয়ারম্যান	ওয়ারপো	0171131447[illegible]	১২/০২/২৫
৭.	ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান সচিব	কৃষি মন্ত্রণালয়	01315187804	১২.০২.২৫
৮.	ড. ফারহিনা আহমেদ সচিব	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	01325188174	12.2.25
৯.	মোহাম্মদ ইউসুফ সিনিয়র সচিব	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	01711220048	১২/২/২০২৫
১০.				